The Bangladesh Today

On the occasion of World Environment Day, the Dhaka University Department of Geography and Environment and Transparency International Bangladesh (TIB) jointly conducted a day-long 'Plastic Waste Cleanup Campaign' on Dhaka University campus yesterday, Sunday. Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan spoke as the chief guest at a function on the occasion.
Photo: Courtesy

DU students clean plastic waste for Environment Day

DHAKA: On the occasion of World Environment Day, the Dhaka University Department of Geography and Environment and Transparency International Bangladesh (TIB) jointly conducted a day-long 'Plastic Waste Cleanup Campaign' at Dhaka University campus yesterday, Sunday.

Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan spoke as the chief guest at a program on the occasion. Dean of the Faculty of Earth and Environmental Sciences, Dhaka University Professor Dr. Kazi Motin Uddin Ahmed; Chairman of the Department of Geography and Environment Professor Dr. Md. Shahidul Islam; and TIB Executive Director Dr. Iftekharuzzaman, along with TIB officials, were present at the program. Teachers and students of the Department of Geography and Environment of Dhaka University, the Department of Geography and Environment of Jagannath University, and the Department of Environmental Science of Stamford University participated in this day-long cleanliness drive, a press release said.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan said the existence of mankind is intertwined with the environment. We have to be aware of protecting biodiversity, including mankind. Everyone has to work from their respective positions to prevent environmental pollution. He said new possibilities have been created in this country after the July student uprising. We have to use this possibility to create an example of doing good work collectively. He called on teachers and students to remain involved in the movement for environmental conservation throughout the year.

খবরের কাগজ

ঢাবিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি শিক্ষকদের

৮৩ বিভাগের স্বাক্ষর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা খাতসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (ঢাবি) 'বিশেষ মর্যাদা' দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে এই দাবি সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন তারা।

জানা গেছে, পরবর্তীতে ওই স্মারকলিপিটি উপাচার্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে পাঠাবেন। স্মারকলিপিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩টি বিভাগের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করা হয়।

এ বিষয়ে ঢাবির বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান বলেন, 'বাংলাদেশের ইতিহাসে যত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হয়েছে সব আন্দোলনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ছিল অগ্রগামী। শুধু তাই নয় শিক্ষা ও গবেষণায়ও ঢাকা বিশ্বদ্যালয় জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই কোনো বিশেষ মর্যাদা। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার নজির রয়েছে। আমরা চাই, সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা দেবে।'

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ঢাবি সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম বলেন, 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, স্বাধীনতা যুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এবং সর্বশেষ চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। তিনি এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান।

এ সময় ঢাবির স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক এমএ কাউসার, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা, শামসুন্নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিনুর রশিদ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আনোয়ারুল আজিম, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক

ittefaq.youth@gmail.com

ন্যায়, সমতা ও জবাবদিহিতার বার্তা নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো

তরুণদের ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলন

মাহিরা মেহরীন খান

নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছায়া জাতিসংঘ সম্মেলনের ১২তম অধিবেশন। 'আইনের শাসন ও বৈশ্বিক দৃষ্টান্তের রদবদল : ন্যায়, সমতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৯ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত চলে চারদিনের এই সম্মেলন। নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এই আয়োজন।

নিত্য পরিবর্তিত বিশ্বে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকলের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবারের সম্মেলনে।

১ জুন এই সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে কি নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ সহকারী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল হাফিজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান এবং ইউনিসেফের প্রতিনিধি মিগেল মাতেওস মুয়োজ। আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. ইফতেখার আনিস। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন ডিইউনার সাবেক সভাপতি মো. মামুন মিয়া।

এর আগে ২৯ মে বৃহস্পতিবার ওপেনিং প্লেনারির মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন চলে কমিটি সেশন। তৃতীয় দিন কমিটি সেশন শেষে সন্ধ্যায় টিএসসি অডিটোরিয়ামে 'গ্লোবাল ডিলেজ' নামে একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে কূটনীতিক দক্ষতা ও পারদর্শিতার বিচারে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে আয়োজিত ডিপ্লোমেটিক ডিনারে ডেলিগেটদের অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা। সমাপনী অনুষ্ঠানে আব্দুল হাফিজ বলেন, 'একজন কৌশলগত পরিবেশ বিশ্লেষক ও সংকট মোকাবিলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই—আইনের শাসন শুধুমাত্র আইনি নিয়মের একটি গুচ্ছ নয়, এটি শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সুশাসনের প্রতি আস্থার একটি মৌলিক স্তম্ভ।'

এর সাথে বিআইআইএসএস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিস বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, জ্ঞান একটি কৌশলগত শক্তি। তবে উদ্দেশ্যহীন শক্তি যেমন নিষ্ক্রিয়, প্রস্তুতিহীন, উদ্দেশ্যও তেমনি অসম্পূর্ণ। ডানমান-এর মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে। আমরা তরুণদের শুধু একটি সুন্দর ভবিষ্যতের কল্পনা করতে নয়, বরং সেটিকে সংগঠিত করতে, স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে এবং সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাতে উৎসাহিত করি।'

এবারের অধিবেশনে অংশ নিয়েছে দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ৫০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি। যারা মোট ১১টি কমিটিতে আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমস্যাবলি নিয়ে। যার মধ্যে ৬টি কমিটি এবার নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। নতুন কমিটিগুলো হলো—জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ কমিটি (লিগ্যাল), জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৫৪০ কমিটি, জাতিসংঘের অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম, জাতিসংঘের নারীর মর্যাদাবিষয়ক কমিশন, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি, মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স।

এর আগে ২৯ মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. সায়মা হক বিদিশা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন DUNMUN-এর মডারেটর প্রফেসর ড. দিলওয়ার হোসেন এবং ঢাকাস্থ নরওয়েজিয়ান দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ম্যারিয়ান রাবে নেভেলস্ট্রাড। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (BLAST)-এর অনারারি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং DUNMUN-এর সাবেক সভাপতি সারা হোসেন।

DUNMUN ২০২৫-এর নেতৃত্বে ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল নওশীন ফাতমি, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সালেহ বিন অনাবিল এবং ডিরেক্টর-জেনারেল নাজিফা আনজুম।

২০১১ সালে যাত্রা শুরু করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছায়া জাতিসংঘ সংগঠন ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর অত্যন্ত সাফল্যের সাথে শিক্ষামূলক এই অধিবেশনের আয়োজন করে আসছে। বৈশ্বিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ও সমাধান প্রণয়নের মাধ্যমে আগত শিক্ষার্থীরা নিজেদের পারদর্শিতা প্রমাণে সচেষ্ট থাকে এই চার-দিনব্যাপী সম্মেলনে।